Released
20-9-41
মতিমহল থিয়েটার্সের
নূতন চিত্র
আহুতি
MMT

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে,
পঞ্জাবে বম্বাই গুজরাটে।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ 'পরে
ওরা কাজ করে ॥

—রবীন্দ্রনাথ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের
দুইখানি গানে
এ-চিত্র সমৃদ্ধ

মতিমহল থিয়েটার্সের নূতন চিত্র

'আহুতি'

— প্রযোজক —

জি. সি. বোথ্‌রা

একমাত্র পরিবেশক

মতিমহল থিয়েটার্স লিমিটেড

৬৮, কটন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

সংগঠনকারী

কাহিনী, সংলাপ ও গান	:	প্রেমেন্দ্র মিত্র
পরিচালনা ও চিত্রনাট্য	:	ধীরেন গাঙ্গুলী
তত্বাবধান	:	কুমুদরঞ্জন দাস
সঙ্গীত পরিচালনা	:	হরিপ্রসন্ন দাস
উদ্বোধন সঙ্গীত	:	বিভাস রায় চৌধুরী
শিল্প নির্দ্দেশ	:	বটকৃষ্ণ সেন
আলোক চিত্র	:	প্রবোধ দাস
শব্দধারণ	:	সি, এস্, নিগম্
রাসায়নিক-প্রক্রিয়া	:	কুলদা রায়, সুধীর চৌধুরী
চিত্র-সম্পাদনা	:	রাজেন চৌধুরী
নৃত্য পরিকল্পনা	:	গায়ত্রী রায়
স্থির চিত্র	:	দুলাল দাস
ব্যবস্থাপনা	:	ননী মজুমদার
রূপ-সজ্জা	:	সেখ ইত্ প্রাণানন্দ গোস্বামী শঙ্কর
দৃশ্য-সজ্জা	:	খরবুজ মিস্ত্রী

বজরার দৃশ্য
রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর
সৌজন্যে

সহকারীগণ

পরিচালনায় :
রামদাস চ্যাটার্জী, হিমাংশু দাসগুপ্ত, সুধীর গুপ্ত,

সঙ্গীত পরিচালনায় :
হেমন্ত মুখার্জি, বিমল দত্ত

আলোক চিত্রে :
মুরারী ঘোষ, কল্যাণ গুপ্ত

শব্দ ধারণে :
মোহন সরকার, শিশির চ্যাটার্জি

শিল্প নির্দ্দেশে :
যতীন দাস

চিত্র সম্পাদনায় :
শান্তি ব্যানার্জি

স্থির চিত্রে :
শান্তি দত্ত

ব্যবস্থাপনায় :
বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য

ভূমিকা লিপি

উদয়	...	...	ধীরাজ ভট্টাচার্য
ঐ ছোট	...	...	প্রহ্লাদ ব্যানার্জ্জি
বাতাসী	...	...	প্রমীলা ত্রিবেদী
ঐ ছোট	...	...	প্রীতি সেন গুপ্ত
শীমা	...	...	প্রতিমা দাশগুপ্ত
এককড়ি	...	...	ডি. জি,
ঐ ছোট	...	...	অমল মুখার্জ্জি
ভোলা	...	...	সত্য মুখার্জ্জি
পল্লব	...	...	অর্দ্ধেন্দু মুখার্জ্জি
নবীন	...	...	ফণী রায়
উদয়ের পিতা	...	...	বিপিন গুপ্ত
ঐ জেলে পিতা	...	...	নৃপতি চ্যাটার্জ্জি
ঐ মাতা	...	...	শান্তা বসু
ঐ জেলে মাতা	...	...	কমলা অধিকারী
শীমার পিতা	...	...	ডাঃ কালী কিঙ্কর ভট্টাচার্য
ঐ মাতা	...	...	মনোরমা
ভূষণ	...	...	কানু বন্দোঃ (এঃ)
উৎপল	...	...	ননী মজুমদার
সৌদামিনী	...	...	মঞ্জু বসু
রাণি	...	...	জয়ন্তী বসু
মালতী	...	...	শীলা রায়

— অন্যান্য ভূমিকায় —

রামদাস চ্যাটার্জ্জি, গায়ত্রী রায়, ননী রায়, শান্তি বসু, চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য, নারায়ণ দাসগুপ্ত, সুধা বসু, রামরতন, বিমল, রবীন, মধুসূদন প্রভৃতি।

কাহিনী

পদ্মায় একটি বজরা। অভ্যন্তরে স্বামী-স্ত্রী আর তাঁদের ছোট্ট ছেলেটিকে দেখা যায়। উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। স্বামী বলেন যে তাঁর ছেলেটিকে আদর্শ মানুষ করে গড়ে তুলবেন। সহরের কৃত্রিম কদর্য্য আবহাওয়ায় সে মানুষ হ'বেনা—হ'তেই পারেনা। স্ত্রীর মত তাঁর সম্পূর্ণ বিরোধী, তিনি চান সহরের আধুনিকতায়, আভিজাত্যে, আত্মমর্য্যাদায় তা'র ছেলেটি হবে প্রকৃত মানুষ।

কথাবার্ত্তা যখন তর্কে পরিণত হ'ল তখন পদ্মার বুকে তুফান জাগিয়ে মেঘ্‌লা আকাশ জুড়ে নামলো প্রচণ্ড ঝড়—আর মূহুর্ত্তে সব ওলোট পালট হ'য়ে গেল! তারপর দেখা গেল ভৈরবী পদ্মার বুকে একমাত্র শিশুপুত্রকে বুকে আঁকড়ে ধরে পিতা অদূরস্থ চরের দিকে সাঁতরে চলেছেন। চোখে মুখে তাঁর শঙ্কিত উদ্বেগের ছাপ সুপরিস্ফুট। কিন্তু চরে আশ্রয় মিল্‌লোনা—সেখানেও জল। নিকটেই এক জেলের মাচায় তিনি আশ্রয় পেলেন বটে কিন্তু জীবন রক্ষা হ'লনা। ভবিষ্যতে সহজেই সনাক্ত করার মত পরিচয়-চিহ্ন সহ ছেলেকে সেই জেলে-পরিবারের হাতে তুলে দিয়ে তিনি চিরবিদায় নিলেন।

ছেলে সম্বন্ধে তারা কাউকে কিছু প্রকাশ করলোনা। জেলের স্ত্রী তাঁকে নিজের সন্তানের মত পালন করতে লাগলো।

মৎসজীবিদের সংসারে উদয় সুখে দুঃখে মানুষ হ'চ্ছে। বলা বাহুল্য তার আকৃতি ও প্রকৃতিতে একটা ভদ্রবংশীয় স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব ছিল। আরও দশজন ধীবর সন্তানের মধ্যে তাকে খুঁজে বের করা কঠিন ছিলনা। এদের সঙ্গে একই ভাবে মেলামেশা করলেও তা'র সে বৈশিষ্ট্যটুকু সহজেই আত্মপ্রকাশ করতো যা সাধারণ জেলেদের মধ্যে পাওয়া দুর্লভ। সাথীদের মধ্যে নবীনের মেয়ে বাতাসী—ভোলা—এককড়ি প্রভৃতি। এককড়ি সেই গ্রামের এক সুদখোর অত্যাচারী মহাজনের ছেলে। ভোলা নিরীহ প্রকৃতির ও উদয়ের অনুরাগী। বাতাসীর সঙ্গেই উদয়ের বন্ধুত্ব ছিল বেশী।

•

কুড়ি বছর কেটে গেছে। উদয় এখন নির্ভিক বলিষ্ঠ সুন্দর যুবা। মৎস্য শীকারে বিশেষ পারদর্শী গ্রামের গৌরব। বাতাসী

শ্যামবর্ণা সুন্দরী—গ্রামের সকলেরই প্রিয়পাত্রী। তরুণদের বেশ ভালো লাগে ওকে—বিশেষতঃ এককড়ির। এককড়ি

তা'র অত্যাচারী সুদখোর বাপের যোগ্য উত্তরাধিকারী। ধীবরদের সঙ্গে ব্যবহারে আরো নির্ম্মম, আরো অত্যাচারী—আরও কু-মৎলবী। বাতাসীর উদয়ের প্রতি আশৈশব যে অনুরাগ সেটা এককড়ির মোটেই ভালো লাগে না। নবীনের বিপদে সে অর্থ দিয়ে তাকে সাহায্য করে এবং বিনিময়ে বাতাসীকে বিবাহ করবার প্রস্তাব জানায়। নবীন অনিচ্ছাসত্ত্বেও মত দিতে বাধ্য হয় কিন্তু বাতাসী রাজী হ'তেই পারে না—সে যে উদয়কে ভালবাসে!

এদিকে সেই ঝড়ে উদয়ের মায়ের জীবন কিন্তু রক্ষা পেয়েছিল। পুত্রের জন্য বহু কাগজে বহু বিজ্ঞাপন দিয়ে অবশেষে কোন ফলই তিনি পেলেন না। আত্মীয় স্বজন তাঁকে অনেক বোঝালো যে ছেলে আর বেঁচে নেই। তাঁকে ভোলাবার অনেক চেষ্টা তা'রা করলো। শেষে একরকম জোর করেই ঐ সব বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করলো তারা কিন্তু মায়ের মন কোন সান্ত্বনাই মানে না। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছেলে তাঁর জীবিত আছেই। একদিন তিনি সত্য সত্যই বেরিয়ে পড়লেন ছেলের খোঁজে।

জেলেদের চরে আজ আন্দোলন আলোচনার অন্ত নেই। কে যেন একজন এসেছেন। উদয় জেলে-মায়ের কাছে সব শুনলো। "কেন তুমি এত নির্ব্বোধ হয়েছিলে? সে স্থান আমার নয়, কেন তুমি আমায় সেখানে রাখলে?" উদয় অনুতপ্ত কণ্ঠে জেলে-মাকে বলে।

উদয় নিদর্শন নিয়ে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যায়। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর পরে মাতাপুত্রের মিলন হয় সে দৃশ্য অবর্ণনীয়। তিনি পলকের জন্যও তাকে দৃষ্টির আড়ালে যেতে দিলেন না। চলে যাবার সময় আশৈশব যেখানে সে এতবড় হয়েছে—ধীবর মাতা যিনি তা'কে মানুষ করে তুলেছেন সুখে দুঃখে—এ যাবৎ যা'দের সে একান্ত আত্মীয় বলেই জানতো—তা'দের কারুর সঙ্গেও উদয় শেষ দেখা করে আসবার অনুমতি পেল না। মায়ের ভয় যদি তারা জোর করে ধরে রেখে দেয়!

উদয় এখন মস্ত বড়লোক। সহরের শ্রেষ্ঠ ধনীদের মধ্যে সেও একজন। সে স্থির করলে বিগত জীবনের দিনগুলি—সমস্ত তা'কে ভুলে যেতে হবে—তা'র নব জীবনের নূতন অভিযানকে সে সার্থক করে তুলবে। এখন তার কত বন্ধুবান্ধব হয়েছে। পল্লব, রীনি, উৎপল আরো কত কে! এরা সকলেই সহুরে আদব কায়দা-দুরস্ত অতি আধুনিক।

'আহুতি'

উদয় যেন কিছুতেই এদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না। এদের মত শিক্ষা, এদের মত কথা বলবার ধরণ সহুরে আদব কায়দা এ যে কিছুই তার জানা নেই! এ নিয়ে বন্ধুবান্ধবীরা একেক সময় বেশ রগড় করতো ওকে নিয়ে। সহজ সরল উদয় এসব কিছুই বুঝতে পারতো না। ওর যেন মধ্যে মধ্যে কেমন ছোট ব'লে মনে হ'তো নিজেকে। কিন্তু সে কথা ভাবলে তো চলবে না!—সে অভিজাতবংশের—এদেরই যে সেও একজন! এরাও যা সেও তাই। উদয় মাঝে মাঝে সঙ্কল্প করে ওদের সঙ্গে নিজেকে বেশ মানিয়ে নিতে পারবে। সীমা মেয়েটি এরই মধ্যে উদয়ের হৃদয়ে এক নূতন আনন্দ জাগিয়ে তুলেছে।

সীমা শিক্ষিতা আধুনিকা ও অত্যন্ত চপল প্রকৃতির মেয়ে। আরও সবার মত সেও "অদ্ভুত ধরণের উদয়"কে নিয়ে হাসিঠাট্টাতে যোগ দিত। কিন্তু ক্রমশঃ তার মধ্যে পুরুষ-জনোচিত গুণ, সত্যনিষ্ঠা সরলতার পরিচয় পেয়ে সীমা তাকে মনে মনে শ্রদ্ধা-প্রশংসা আর সত্যিই ভালোবেসে ফেললো! কিন্তু, এভাব সে কখনো প্রকাশ করতো না। ওপোর ওপোর তার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করতো তেমনি করতে লাগলো।

পল্লব ওস্তাদ বখাটে ধরণের ছেলে। উদয়ের সারল্যের সুযোগ-টুকু নিয়ে পল্লব ওর ওপোর দিয়ে সব কিছু করে বেড়াতো। একদিন উদয়কে নিয়ে মজা করবার জন্য এরা সব এক মৎলব করলো। উদয়ের পূর্ব্ব জীবনকে কেন্দ্র করে-এক ব্যঙ্গ নৃত্যাভিনয়ের—আয়োজন হ'ল- আর বলা বাহুল্য উদয়ই হ'ল সে উৎসবের প্রধান অতিথি।

•

এদিকে এককড়ি এরমধ্যে বাতাসীকে বিয়ে করে ফেলেছে, মহাজনী ব্যবসাও তার ভালই চলছে। তার প্রতাপে গ্রামের দরিদ্র জেলেদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে সম্পূর্ণ না আদায় হ'লে—যে কোনো রকম

নির্ম্মম অত্যাচার ও হতভাগ্য জেলেদের ওপর অবাধে সে করে থাকে দলবলও তার-নেহাৎ কম হয়নি।

ভোলা তো একে উদয় চলে যা'বার পর থেকে কোনো কাজে ভাল করে মন বসাতে পারে না আর তার ওপোর এত ঘটনা ঘটলো। এককড়ির বিয়ে বাতাসীর সঙ্গে—এ যে সে একদিনও ভাবতেও পারে নি! তারপর এককড়ির এত অন্যায় অত্যাচার? না উদয়ের খোঁজ সে করবে- সে বের করবেই যেমন করে হোক্ - উদয় ছাড়া তা'র বেঁচে থাকা চলবে না!

ভোলা বেরিয়ে পড়ে উদয়ের খোঁজে। সহরে সে এল, কিন্তু কোথায় পাবে তাকে? কত জায়গায় গেল সে! শেষে ঘুরতে ঘুরতে ঘটনাচক্রে সেইদিনই—যেদিন উদয়ের সেই নৃত্যানুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ—সেখানে তাকে দেখে ফেলে ভোলা। ভোলা মরিয়া হ'য়ে যেতে চায় ভেতরে—'একবার আমায় যেতে দাও উদয়ের সঙ্গে বিশেষ কাজ।' কিন্তু দারোয়ান 'নিকালো তোম্ কেয়া মাঙ্‌তা নিকাল যাও!' বলে রুখে দাঁড়ায়।

উৎসব আরম্ভ হয়ে গেছে। সকলেরই চোখে মুখে সে কী বিদ্রুপভঙ্গী। আজ উদয়কে নিয়ে কি মজাই না করা হচ্ছে।

উদয় ক্রমশ সমস্তই বুঝে নেয়। তাকে নিয়ে যে একটা ব্যাপকভাবে বিদ্রূপ ও তামাসার আয়োজন হয়েছে সেটা তা'র বুঝতে আর বাকী রইল না। উদয় ভাবলো এই কি সহরের

সভ্যতা ? এরই নাম আভিজাত্য ? এদের মনোভাব কত নীচু। তার মনে পড়লো গ্রামের কথা বন্ধু বান্ধবের কথা—আরও কত জনের কথা—তারা কত উঁচু—তাদের মন কত পবিত্র। উদয় উত্তেজিত হয়ে যায়। সেই মুহূর্ত্তে একজন কে দেখতে চাষার মতন—ছুটে এল সেই 'হলে'—এ কে—ও ! —ভোলা !···

ভোলাকে দেখে উদয় আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কি করে এল সে ওখানে। ভোলা তাকে তার সঙ্গে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করে। উদয় আর কোনো রকম চিন্তা না করে তৎক্ষণাৎ স্থির করে ফেলে সে ভোলার কথা রাখবে—সে যাবে ফিরে ! কেউ তাকে ধরে রাখতে পারলো না কোনো বাধাই সে মানলো না। সকলে হতবুদ্ধি হয়ে রইলো !

●

তার অনুপস্থিতির ভেতর গ্রামে কত ঘটনাই ঘটে গেছে। জেলে-মা মারা গেছে। বাতাসীকে এককড়ি জোর করে বিয়ে করেছে। এককড়ির প্রতাপে গ্রামশুদ্ধ সকলেই তটস্থ।

উদয় ঠিক করলো এই দরিদ্র জেলেদের সে মহাজনদের হাত থেকে বাঁচাবে। তাদের চালনা করবে সে নিজে। উদয় তখন প্রভূত অর্থের মালিক। 'কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক' সে খুললে আর সকলকে বিনা সুদে টাকা ধার দিতে আরম্ভ করে দিলে। দরিদ্র জেলেরা মহাজনদের অমানুষিক অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেলো। জনসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে জীবনের যত কিছু দুঃখগ্লানি সে ভুলে যেতে চাইল।

এককড়ি ক্রোধে ঈর্ষায় জ্বলে যেতে লাগলো। প্রথমতঃ মধ্যে মধ্যে বাতাসীর সঙ্গে উদয়ের দেখা হ'তো, সে জানে উদয়ই ছিল বাতাসীর প্রকৃত প্রণয়ী। আর এখন তার এই সব জনহিতকর কাজে মহাজনী ব্যবসাটি পর্য্যন্ত তার হাতে চলে গেছে।

একদিন বাতাসীর কাছে উদয় জানতে পারে যে তার ওপোরে এককড়ির যে রাগ সেটা সে চরিতার্থ করে বাতাসীর ওপোর নানারকম অত্যাচার কো'রে। এই মেলামেশার জন্য এককড়ি উদয়ের ওপোর শোধ নেবে—তাকে যথোচিত শাস্তি দিয়ে।

এক রাতে বাতাসী জান্‌তে পারে উদয়ের বিরুদ্ধে এককড়ির গোপন ষড়যন্ত্র। তৎক্ষণাৎ সে চলে যায় উদয়কে সাবধান করতে। বলা বাহুল্য তাদের উভয়ের ভেতর কোনো অন্যায়ই ছিল না। উদয় শুনতে পায় যে যাদের সে সাহায্য করে এসেছে তারাও তার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। উদয় নির্ব্বিকার, সে তার কাজ সমাপ্ত করেছে- জীবনের কোনো মায়াই আর তার নেই। কিন্তু বাতাসী মানে না।

এককড়ি বাতাসীকে দেখতে না পেয়ে বুঝে নেয় উদয়কে সাবধান করতে গেছে সে নিশ্চয়ই। ক্রোধোন্মত্ত এককড়ি তার বাহিনী পরিচালন করে চললো তার বাড়ীর দিকে!···

উদয়ের বাড়ী তারা ঘিরে ফেললো। বাতাসীকে উদয় তা'র জীবন ও সম্মান দুইই রক্ষার্থে চলে যেতে অনুরোধ করলো। কিন্তু বৃথা। উদয় ঠিক কর্‌লে শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করে বাতাসীকে কোনো নিরাপদ স্থানে রেখে আসবে। হয়তো কার্য্যকরী হ'তো কিন্তু এককড়ির দল তার বাড়ীতে তখন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে!···মুহূর্ত্তে বাতাসে সে আগুন চারিদিক থেকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। তারপর ?—তারপর !···

সঙ্গীতাংশ—

১

রবীন্দ্রনাথ

আরো একটু বসো তুমি আরো একটু বসো,
পথিক কেন অধীর হেন, নয়ন ছলছল।
আমার কী যে শুনতে এলে তার কি কিছু আভাস পেলে,
নীরব কথা বুকে আমার করে টলমল।
যখন থাকো দূরে
আমার মনের গোপন বাণী বাজে গভীর সুরে।
কাছে এলে, তোমার আঁখি সকল কথা দেয় যে ঢাকি
সে যেন মৌন প্রাণের রাতে তারা জ্বলজ্বল ॥

—সীমার গান

২

রবীন্দ্রনাথ

হায় গো,
ব্যথায় কথা যায় ডুবে যায় যায় গো,
সুর হারালেম অশ্রুধারে।
তরী তোমার সাগর নীরে
আমি ফিরি তীরে তীরে
ঠাঁই হ'ল না তোমার সোণার নায় গো,
পথ কোথা পাই অন্ধকারে।
হায় গো,
নয়ন আমার মরে দুরাশায় গো,
চেয়ে থাকি দাঁড়িয়ে দ্বারে!
যে ঘরে ঐ প্রদীপ জ্বলে
তার ঠিকানা কেউ না বলে,
বসে থাকি পথের নিরালায় গো
চির রাতের পাথার পারে।

শীমার গান

৩

রচনা—বিভাস রায় চৌধুরী

ঐ ঝড় এলো ভাই ঝড় এল ভাই
আকাশের বুক চিরে মাঠ ঘাট বাট ঘিরে
বিজুরী চকিতে চমকায়॥
চারিদিকে আঁধিয়ার নাহি দেখি পারাপার
(হায়, হায়) বেঘোরে পরাণ বুঝি যায়।
উথলায় ক্ষ্যাপা জল ডিঙা মোর টলমল,
আজি এই দরিয়ায় না হেরি উপায়॥

—মাঝির গান

৪

জলে রোদের ঝিকিমিকি হাওয়ায় ফোলে পাল
গহিন গাঙে ডিঙা বেয়ে আমরা ফেলি জাল।
কুল কোথা যা'র নাই ঠিকানা
সেই দরিয়ায় দেব হানা
ভয় করিনা, আসুক তুফান, হই হব বানচাল।

নইক শুধু মাছের কাঙাল,
রুই কাৎলা চিতল বোয়াল,
মুক্তো মাণিক আনবো তুলে
লুট ক'রে পাতাল ॥

— বাল্য বয়সে উদয়, ভোলা, বাতাসী ও অন্যান্যদের গান

৫

শুনি যে কান পেতে,
নুপুর হয়ে শুকনো পাতা, বাজে কার চরণেতে।
বুঝি সে আসে ব'লে, পরাণ উথলে,—
কল কল, নদীতে জল
লহরে ওঠে মেতে।
কাঁপে বুক থর থর
শুধু ফুল হল জড়ো,
কেমনে দেব গলে
রাখিনি মালা গেঁথে।

— বাতাসীর গান

৬

এলো খোঁপায় বল্ কেন দিলি ফুল
বনের ভোমরা তাই হ'ল যে আকুল ॥
সে যে ফিরে ফিরে যায়
তোরে খুঁজে বেড়ায়
যেন মুখখানি তোর ফুলের বদল
করেনাকো ভুল।
তারে এড়ানো কি যায়
তুই পালাবি কোথায়
এবার বুঝি গেলরে তোর একুল ও ওকুল।

— মালতীর গান

(৭)

দিলো দিলো দিলো দিলো—ডালে ডালে দোলা দিলো
পলাশ বনে আগুন দিলো—কে রে ?
নিলো নিলো নিলো নিলো—মাঠের ধুলায় আঁচল নিলো
ঝি ঝিয়াড়ীর সরম নিলো—কেড়ে।
বনে বনে হায়—পাতা উড়ে যায়
বালুচরের বুকের শ্বাসে—নদী উদাস রে ॥
এতকাল হয়নি দেখা—না জানা ছিলো ভালো,
দেখে তায় হলো যে দায়—নয়নের নিদ্ ফুরালো ॥
গেলো বন ফুলে ভরে—তবু মন হা হা করে,
কি কথা এলো মেলো বাতাসে কেঁদে ফেরে ॥

— মেলার গান

(৮)

এই যে আমার কাঙাল গাঁয়ের মাটি
ধুলোয় কাদায় মলিন আমার ভাই
এই যে আমার দুঃখী নদীর ধারা
এদের ছেড়ে কেমন কোরে যাই।
স্বর্গে যদি থাকে অনেক সুখ
তবু তা'তে ভরবে নাতো বুক,
এখানে যে অনেক মলিন মুখ
করুণ চোখে আমার পানে চায়

— উদয়ের গান

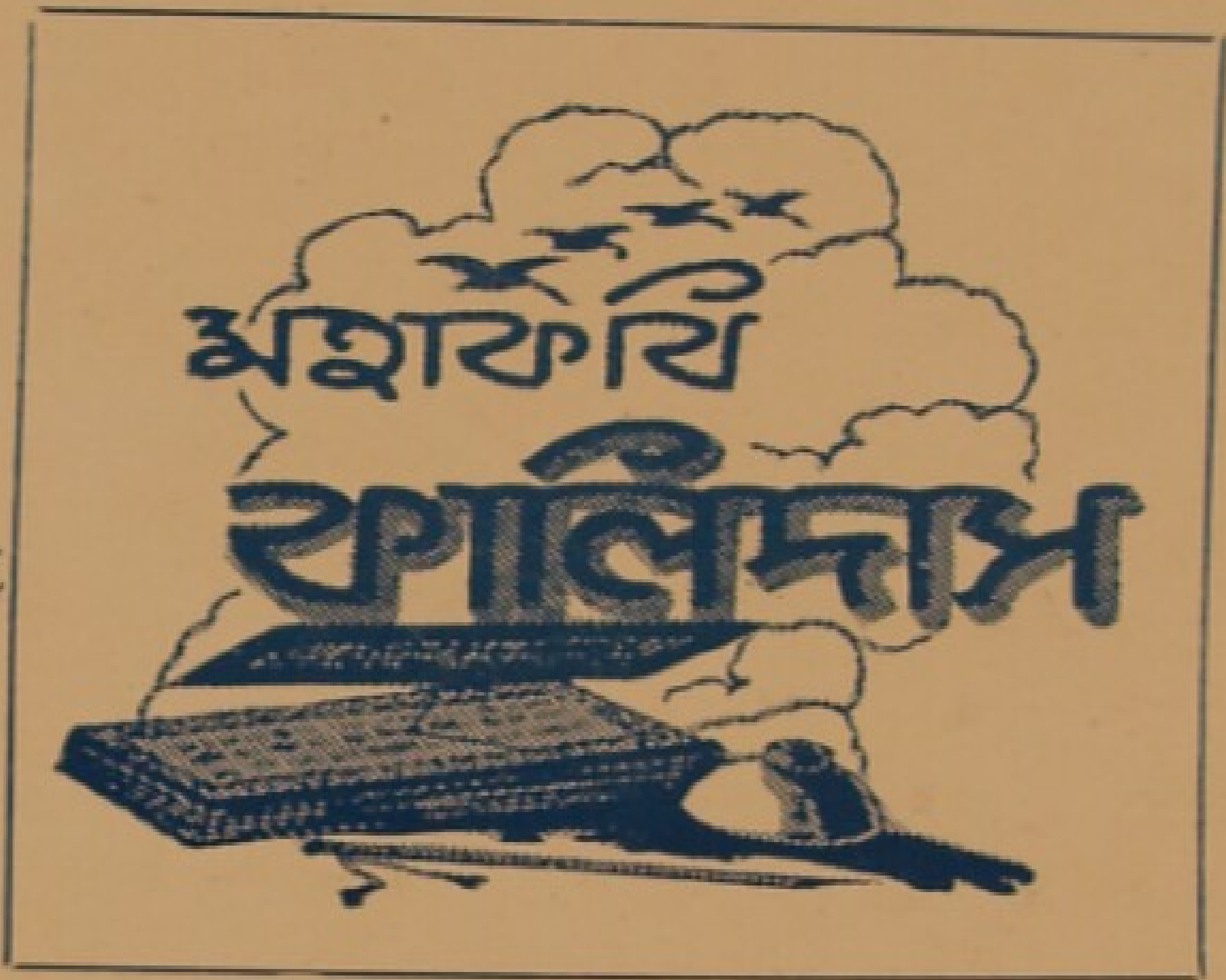

পরিচালনা—নীরেন লাহিড়ী
কাহিনী—অজয় ভট্টাচার্য্য
সঙ্গীত—হরিপ্রসন্ন দাস

●

—ভূমিকায়—

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ — মেনকা — ছবি বিশ্বাস
পদ্মা ও অন্যান্য অনেকে

● ●

শ্রীদুর্গা

- পরিচালনা -

ফণী বর্ম্মা

: কাহিনী :

অজয় ভট্টাচার্য্য

●

শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়

মতিমহল থিয়েটার্সের পরবর্ত্তী চিত্র

মতিমহল থিয়েটার্স লিঃ

MMT

কলিকাতা

মতিমহল থিয়েটার্সের প্রচার বিভাগের তরফে কুমুদরঞ্জন দাস : আশীষচন্দ্র ঘটক কর্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।